মনসুর আজিজ

নীল গালিচার স্বপ্ন

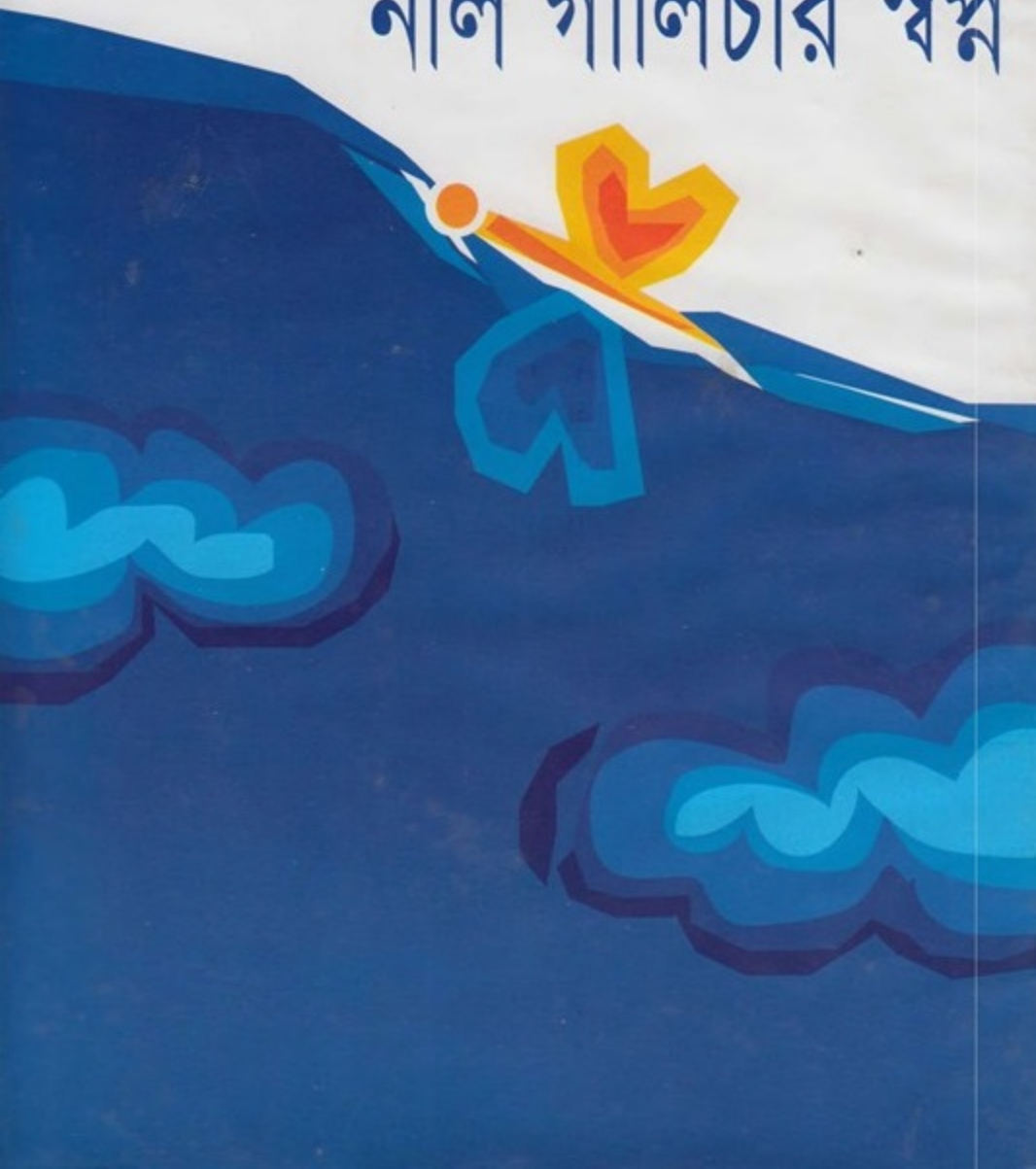

নীল গালিচার স্বপ্ন

মনসুর আজিজ

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
চট্টগ্রাম অফিসঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ৬৩৭৫২৩
ঢাকা অফিসঃ ১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৫৬৯২০১

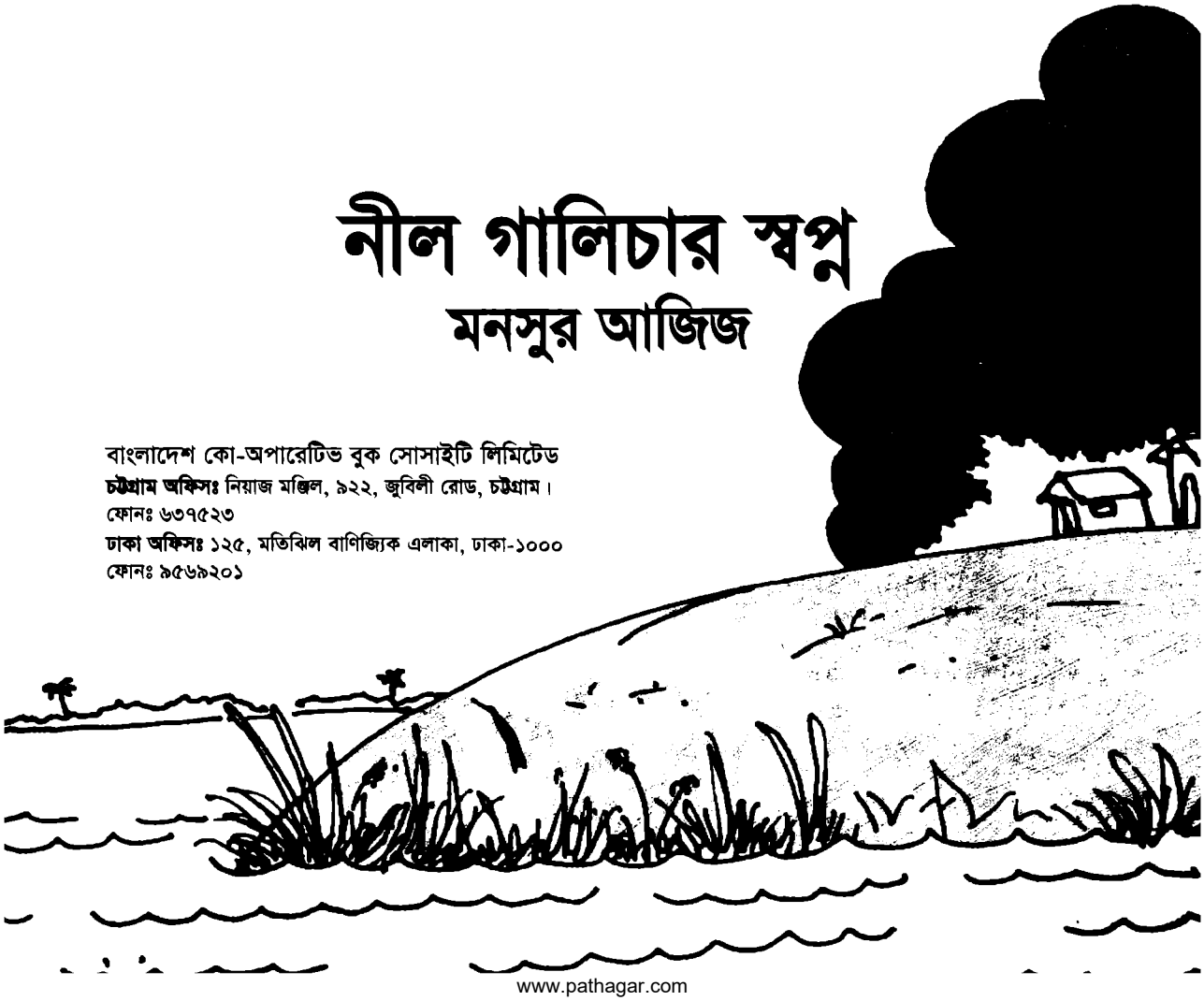

www.pathagar.com

নীল গালিচার স্বপ্ন

মনসুর আজিজ

প্রকাশক
এস,এম, রইসউদ্দীন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
চট্টগ্রাম অফিসঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ৬৩৭৫২৩
ঢাকা অফিসঃ ১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৫৬৯২০১

প্রকাশকাল
একুশে বই মেলা ২০০৭

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৫৭১৩৬৪

গ্রন্থস্বত্ব
নিলুফার আজিজ

প্রচ্ছদ
খলিল রহমান

অংকন
রকি

গ্রাফিক্স
ডিজাইন বাজার
৪৮ এবি পুরানা পল্টন, বাইতুল খায়ের টাওয়ার, ঢাকা-১০০০
ফোন-৭১৭১৯৭৫

মূল্যঃ ৭০.০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫১, গভ: নিউমার্কেট, আজিমপুর,ঢাকা
৩৮/৪, মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা

NIL GALICHAR SHAPNO by Mansur Aziz
Published by S.M. Raisuddin, Director (Publication)
Bangladesh Co-operative Book Society Limited
125 Motijheel C/A, Dhaka.
Price: TK. 70.00, US$. 3.00, ISBN-984-493-095-2

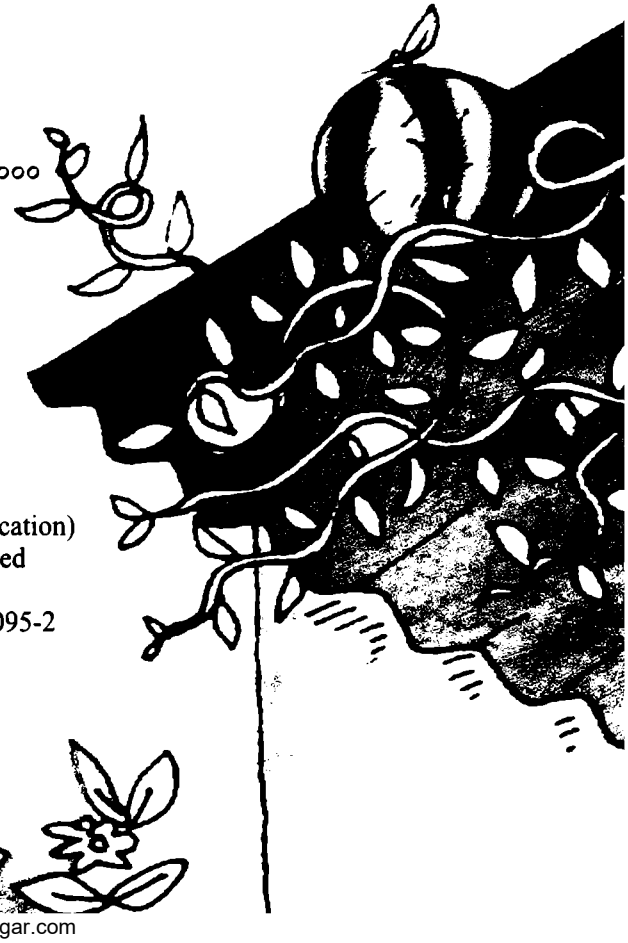

www.pathagar.com

শিশুসাহিত্যিক

মাহবুবুল হক

শ্রদ্ধাভাজনেষু

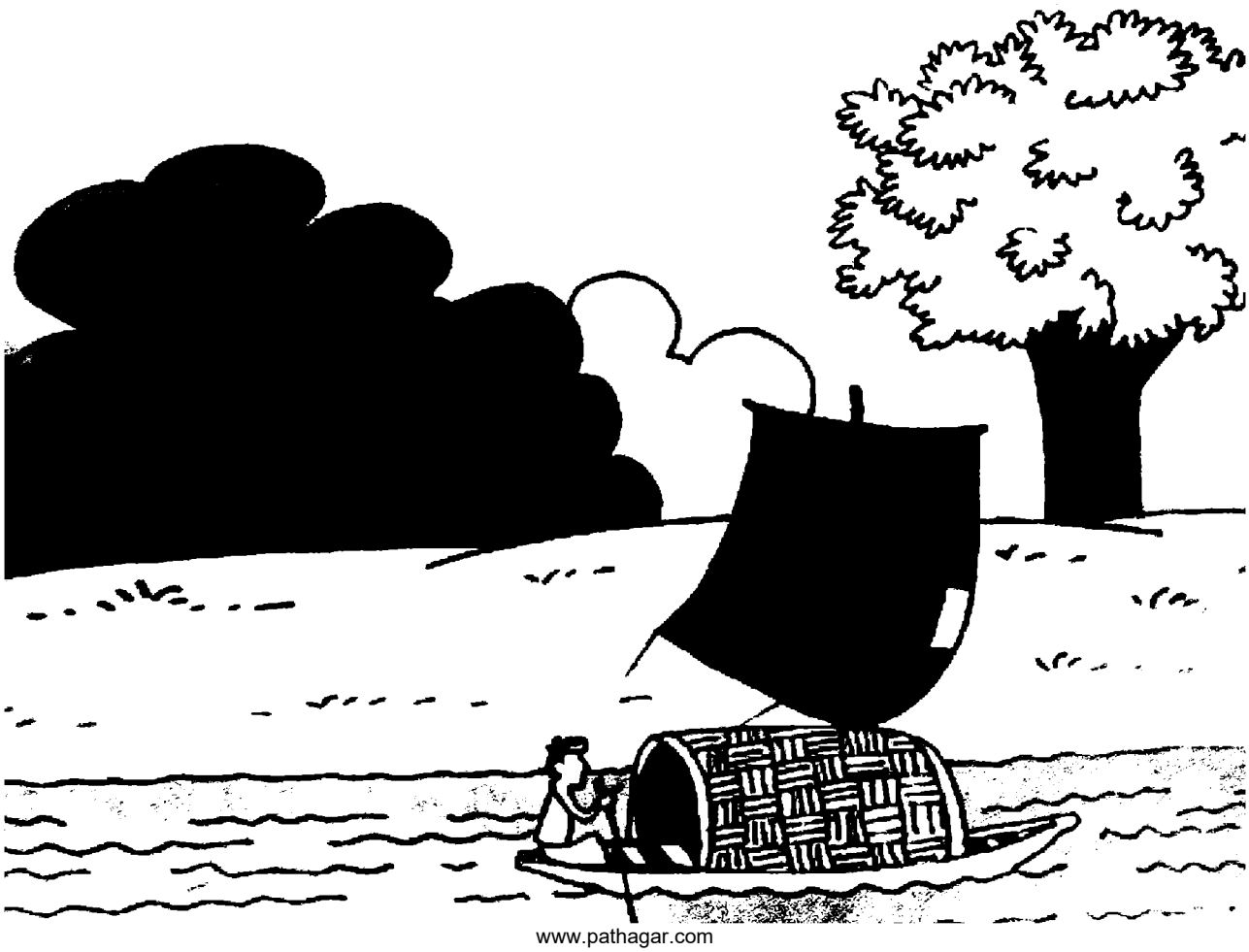

www.pathagar.com

কবিতাসূচি

সোনামুখি গাঁও ০৫
একটি আমার গাঁ ০৬
আমার দেশ ০৭
দেশটাকে ভালবাসি ০৮
কষ্ট অনেক মনে ০৯
স্মৃতির কথন ১০
নীল গালিচার স্বপ্ন ১১
জানালার পাশের খালটিকে ১২
নল খাগড়ার বন ১৩
বোশেখ আসে ১৪
বৃষ্টির গান ১৫
কাশ ফোটানো শরৎ ১৬
হেমন্ত যে সইপাতানো ঋতু ১৭
মুঠি মুঠি শীতের রূপ ১৮
ইষ্টি আমার রোদের কণা ১৯
চৈত্রের ধুলিঝড় ২০
মাতৃভাষার জন্য ২১
ফাগুন আমার রক্তজবার চাষ ২২
অনেক নীলের অনেক আকাশ ২৩
রঙের মেলার দিন ২৪
গাছের পাতার সবুজ ঠোঁটে ২৫
কী অপরূপ সৃষ্টি তোমার ২৬
ঈদের চিঠি ২৭
ঈদ খুশির উত্তাপ ২৮
শব্দের ফেরিঅলা ২৯
রঙ্গন রঙে অঙ্গন ৩০
নিঝুম রাতে ৩১
হৃদয় ৩২

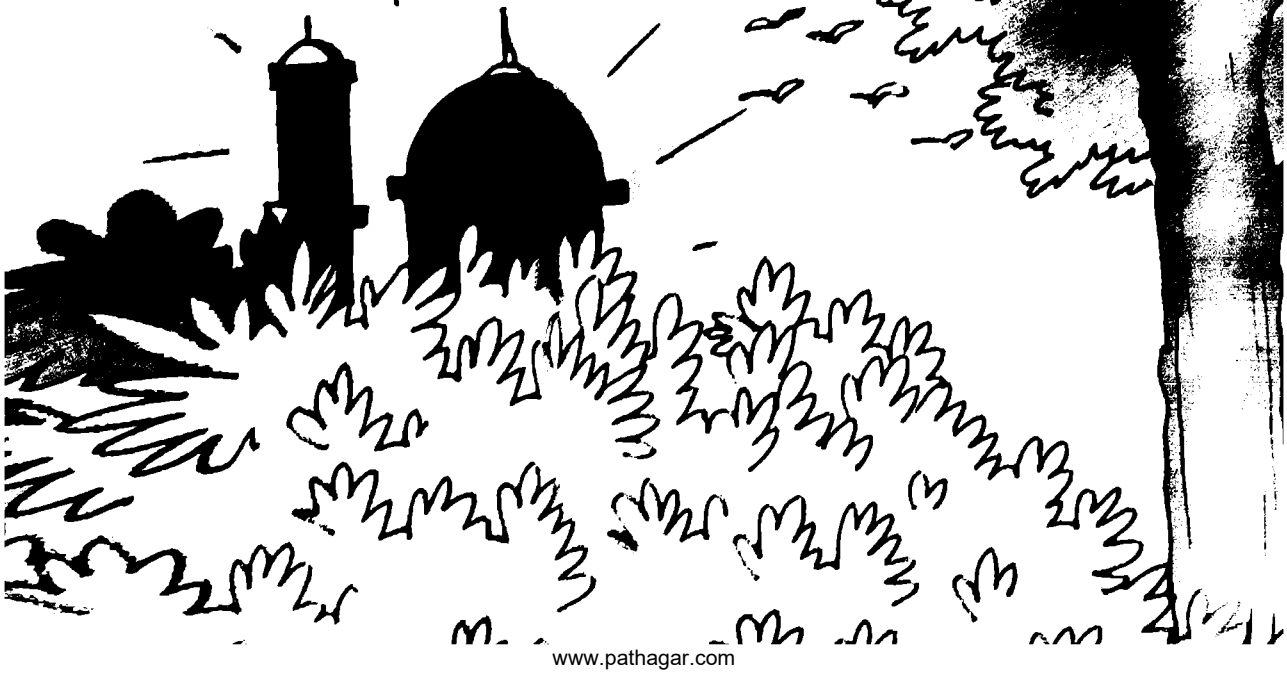

www.pathagar.com

সোনামুখি গাঁও

ঝিকিমিকি রোদ্দুর
ঝিলিক আকাশ
পাতায় পাতায় ছোঁয়া
রোদ পড়ে কোয়া কোয়া
সোনামুখি পাড়াগাঁও আর কদ্দুর
ঝিলিক আকাশ মাখা সোনারোদ্দুর।

তালসিঁড়ি পার হয়ে
নরম বাতাস লয়ে
ছুটে যাই চালতাতলা
পাতায় পাতায় হয় কথা বলা
ঢেউ কেটে ছুটে চলা ও ছোট নাও
বলতে পারিস নাকি-
কোথায় আমার আছে সোনামুখি গাঁও?

জাম জারুলের ছায়া
চারিদিকে মায়া মায়া
মাঠে মাঠে কচি কচি ধানের দোলা
ফুল পাখি নাচে গানে হৃদয় ভোলা
কচিমুখে দোলখায় ঝিলিক হাসি
মায়া মমতাও আছে রাশি রাশি।

সেটাইতো চির চেনা সোনামুখি গাঁও
তার কথা শত মুখে বলিবার দাও।

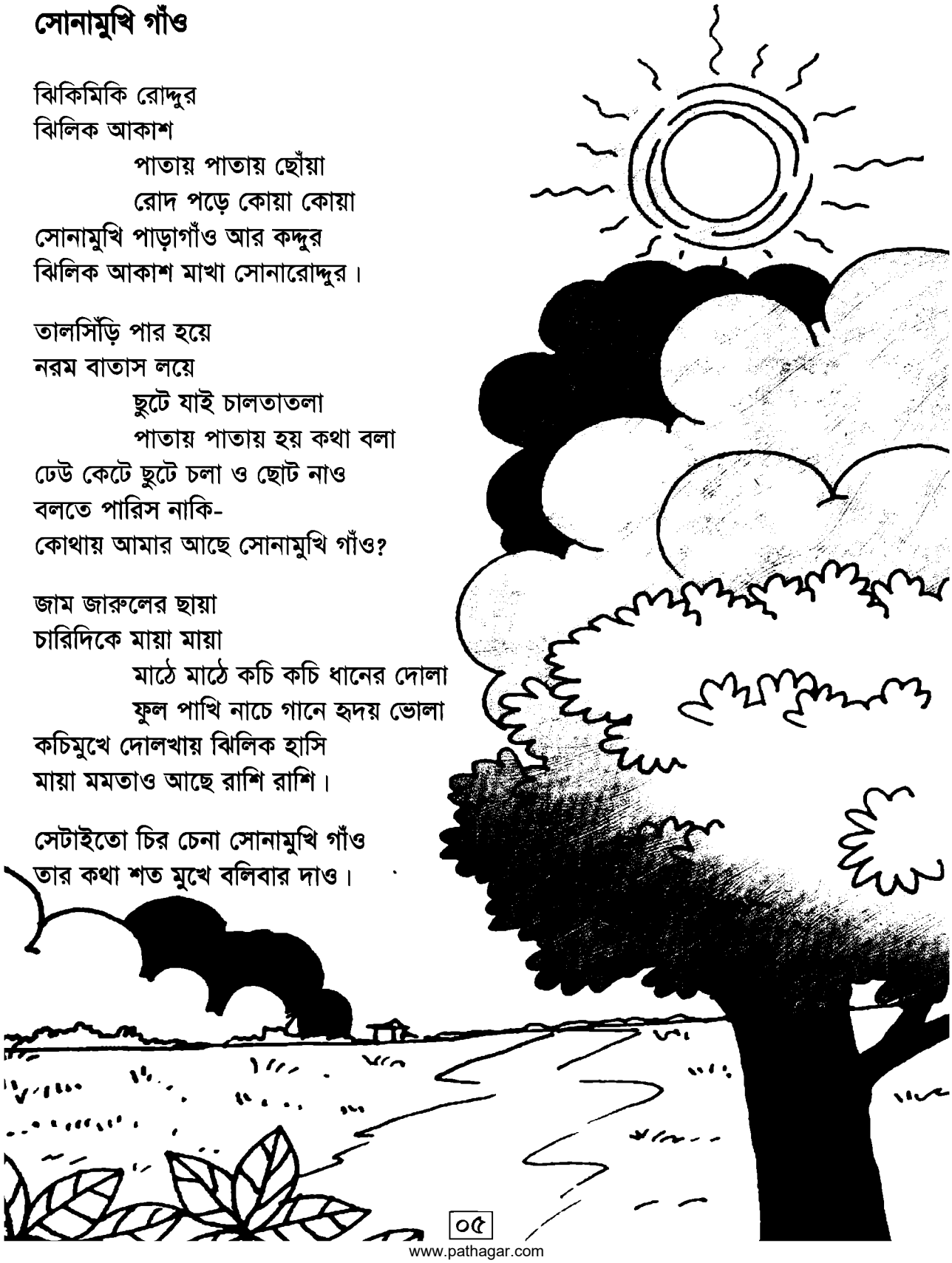

www.pathagar.com

একটি আমার গাঁ

একটি আমার গাঁ
চলতে গেলে মটরশুটি
কুমড়োলতা বাঙ্গি ফুটি
মাশকলাই আর হেলেমলতা
জড়িয়ে ধরে পা।

একটি আমার গাঁ
প্রখর রোদে মাঠ ফেটে যায়
বকনাবাছুর হাল বেয়ে যায়
শক্ত হাতে লাঙল ধরে
জমির আলী খাঁ।

একটি আমার গাঁ
কালবোশেখির ডানায় চড়ে
ঘরের চালা বসত করে
যায় উড়ে যায় বহু দূরে
হলদে পাখির ছা।

একটি আমার গাঁ
রিমঝিমিয়ে বৃষ্টি নামে
বিলে ঝিলে একটু থামে
খলসে পুঁটির দেশে আসে
শিঙ মাগুরের ঘাঁ।

একটি আমার গাঁ
কাশফুলে খাল দু'পাশ সাজে
খুকুর পায়ে নূপুর বাজে
ছোট্ট পাখির ঠোঁটে শুনি
কাকুর কুকুর কা।

একটি আমার গাঁ
জুঁই চামেলির গন্ধ মেখে
সাদা মেঘের আকাশ দেখে
আদ্যিকালের গল্পে স্নেহের
পরশ বুলায় মা।

www.pathagar.com

আমার দেশ

রাতের শেষে দূর মিনারে ভোরের আজান ভাসে
আঁধার কেটে নূরের পাখায় মুসল্লিরা আসে
ঈমামেরই মধুর কেরাত পাখ পাখালির সুর
একটি দেশেই পাই শুধু তা জন্মভূমি মোর।

বিহানবেলা সূর্য ওঠে পুব আকাশের কোলে
বন বনানির সবুজ পাতা হাওয়ায় দোলে দোলে
চাষি মাঝি জেলে সবে যায় চলে যার কাজে
একটি দেশের ছবিই আঁকি চোখের তারার মাঝে।

নদীর জলে গাঁয়ের বধূ দেয় চুপ চুপ ডুব
দাওয়ায় বসে ননদ ভাবী বেণী কাটে খুব
নতুন বধূ আলতা পায়ে দুলার সাথে চলে
একটি দেশের কথাই সবে আমার কাছে বলে।

রঙিন বাদাম তুলে তরী ভাটির পানে ছোটে
গাঙচিলেরা মাছ ধরে নেয় ছোঁ- মেরে দুই ঠোঁটে
সন্ধ্যাবেলা নীল আকাশে শাহিন উড়ে উড়ে
একটি দেশের বার্তা শোনায় দেশ বিদেশে ঘুরে।

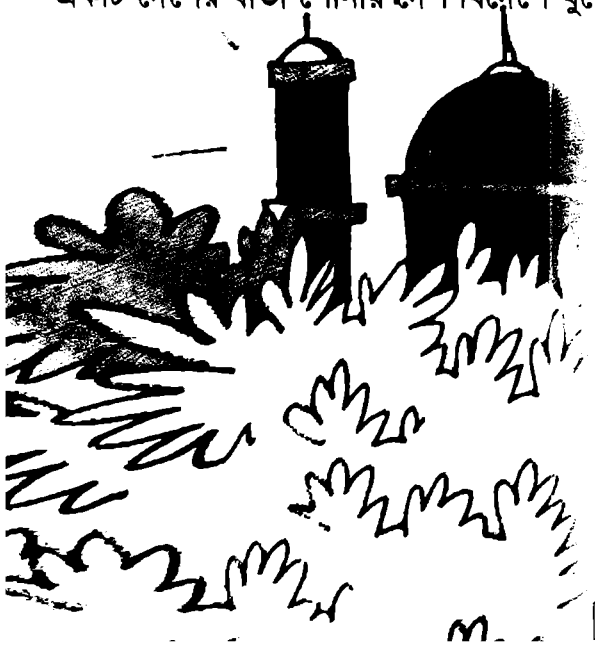

মৌমাছিরা দল বেঁধে যায় কুসুম কাননে
মধুরঝুড়ি বোঝাই করে নিত্য আনমনে
ছেলেমেয়ে ভো-দৌড় কি, ছি-খেলে গাছ তলে
একটি দেশে শিল্পী আঁকে নানানরূপের ছলে।

মাগরিবেরই আজান হল স্রষ্টা প্রেমের ধ্বনি
আকাশ জুড়ে চাঁদ তারকার মধুর হাসি শুনি।
চারদিকেতে হুক্কাহুয়া ঝিঁঝির ডাকের সাড়া
রাত্রি ভরে পালাগানে জেগে থাকে পাড়া।

সব দুনিয়ার চাইতে সেরা আমার দেশের ছবি
নীল সবুজে আঁকছে সবই ব্যকুল হয়ে কবি।

www.pathagar.com

দেশটাকে ভালবাসি

আমাদের দেশটাকে কত ভালবাসি
আকাশে তারার মেলা দেখি রাশিরাশি
টুপ করে ডুব দেয় সূর্য সাগরে
চাঁদ হেসে উঁকি দেয় আঁধারের ঘরে।

চারিদিকে শেয়ালের সাড়া পড়ে যায়
উঠানেতে বসে দাদু পুঁথি গান গায়
জোঁনাকপোকার দল রাত জেগে থাকে
উল্লাসে মেতে রয় ঝিঁঝিদের ডাকে।

হুঁতুমপেঁচার ডাকে মনে লাগে ভয়
কানাপথে দুষ্টুরা ওঁৎ পেতে রয়
চারিদিক নিঝঝুম থাকে শেষ রাতে
রাত জাগা ফেরিঅলা ঘরে ফিরে প্রাতে।

দূরের মিনারে ভাসে আজানের সুর
পুবের লালিমা ওই ডেকে আনে ভোর
আমাদের দেশটাকে কত ভালবাসি
শত ছবি ফুটে ওঠে এ হৃদয়ে ভাসি।

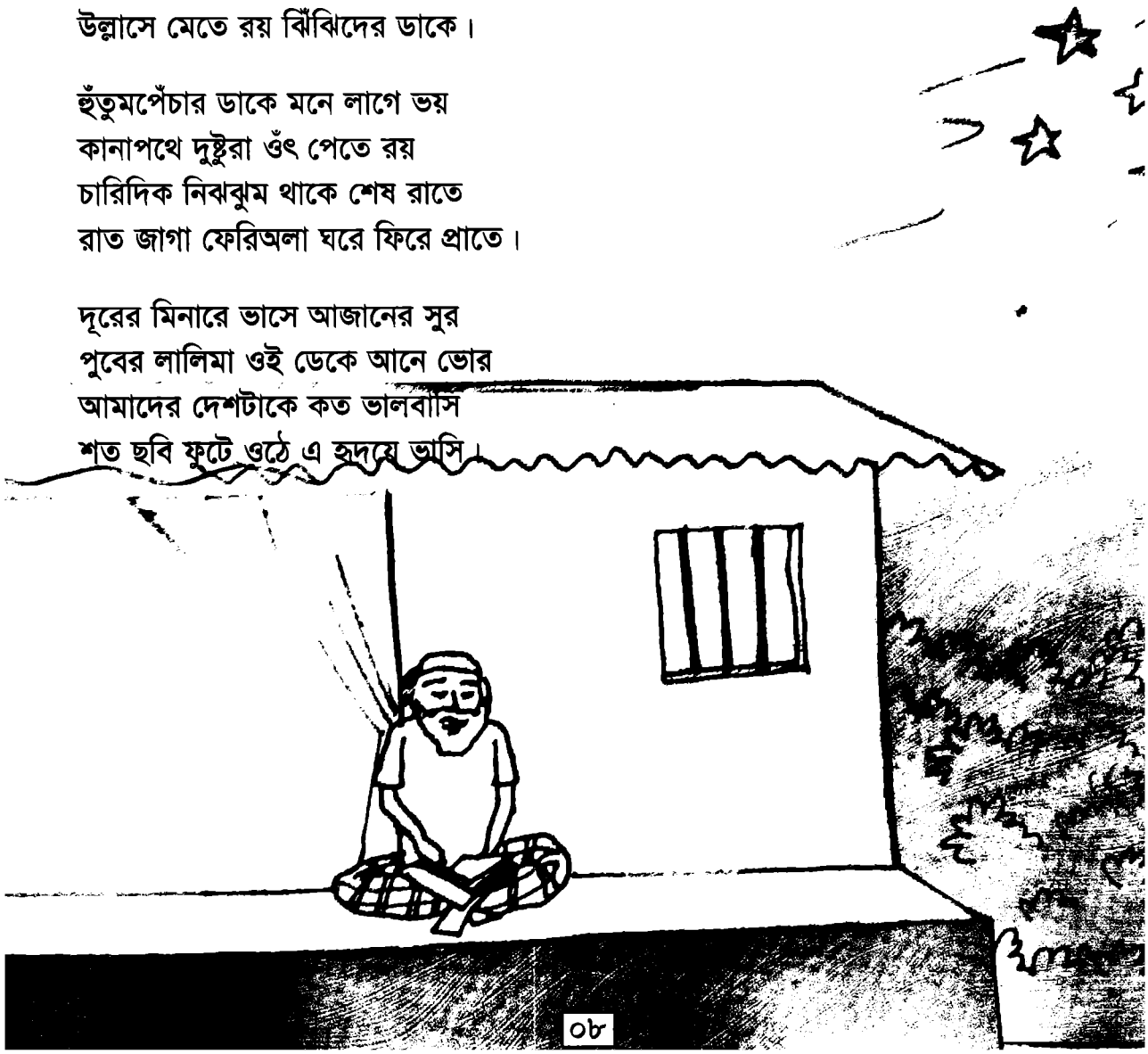

www.pathagar.com

কষ্ট অনেক মনে

কষ্ট অনেক মনে
বড়ই তলার স্মৃতিগুলো স্মরণ ক্ষণে ক্ষণে
নইমারি খেলাতে শুধু পাকা ছিলাম আমি
সব হারাতো শিমের বীচি নুরু এবং জামি।

গর্ত খুড়ে সাতগুদ্দা খেলা
নিপু ছিল ছোট ভাবীর চেলা
তেতুল খাওয়ার খুব ছিল ওস্তাদ
ভুল চালেতে থুককুতে শোধবাদ।

কাঁটার ঘায়ে বেথুন পেড়ে পেড়ে
আম কুড়াতাম ধুলোবালি ঝেড়ে
হা-ডু-ডু তে দমটা ছিল খাটো
লোদ ধোয়াতাম শান বাঁধানো ঘাটো।

কষ্ট অনেক মনে
পুকুরপাড়ের ঘাটলাটাতে মিলছিল সব জনে
চান্নিরাতে বসতো পুঁথির আসর
কখনও বা ক্ষুদে কবির ছড়াটিয়ার বাসর।

স্মৃতিরা কি মরে
স্মৃতি শুধু স্মৃতির উপ
রাখছি থরে থরে

www.pathagar.com

স্মৃতির কথন

মন শুধু মন যায় যে ছুটে হিজল বনের বাটে
আমার ছোট্ট সবুজ গাঁও আর সে গাঁয়েরই হাটে
আম কুড়াবার স্বপ্ন দেখি
গাঁওয়ের ভাষা আওরে শেখি
শক্ত করে কাছা মেরে খালটা পেরোই ঠাটে
মন শুধু মন যায় যে ছুটে হিজল বনের বাটে।

চেউয়া মাছের গর্তে আঙ্গুল বাইলা মাছের মাথা
বড়শি দিয়ে পরশি বাড়ির নেই ধরে নেই রাতা
নালিশ খেলাম পিটুনি মার
বেথুন থোড়েও ইটুনি আর
চক্ষু বুজি মায়ের কোলে দেয় টেনে মা কাথা
মন শুধু মোর উল্টিয়ে যায় স্মৃতির বইয়ের পাতা।

আইচা পিটাই ঝিঁঝির লোভে সন্ধ্যা এবং রাতে
পলাই পলাই খেলি ক'জন দেখে না কেউ যাতে
মাদুর পেতে গল্প গানে
অনেক কথার নেইতো মানে
অনেক দূরের পথ হেঁটে যাই দাদুর আঙুল হাতে
মন জুড়ে আজ স্মৃতির কথন মজবে কি মন তাতে?

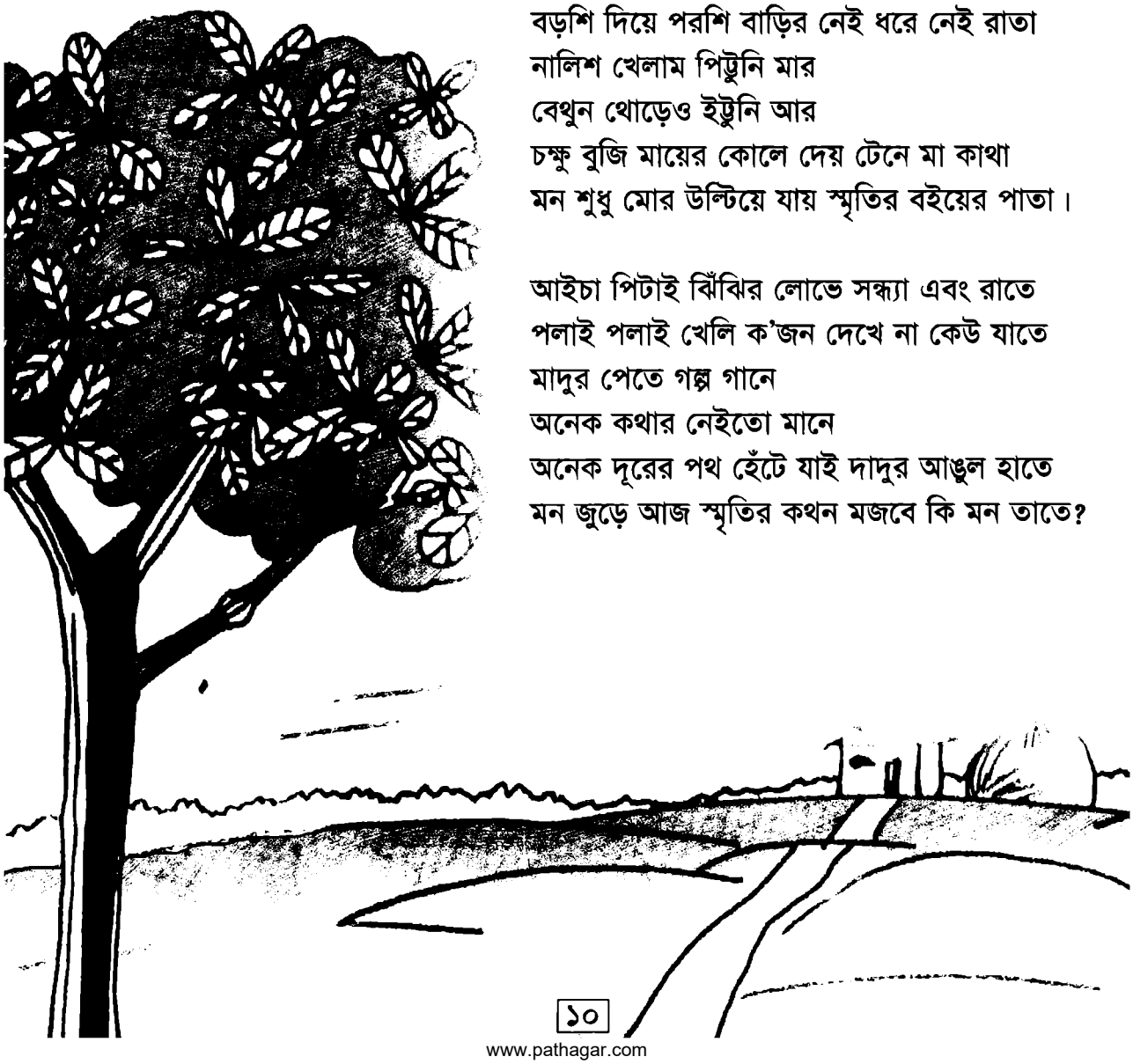

www.pathagar.com

নীল গালিচার স্বপ্ন

একটি খালের পাশে দিয়ে একটি নৌকা পাল তুলে যায়
একটি মাঝির নবীন ছেলে শক্ত হাতে বৈঠা যে বায়
একটি পাড়ে যে পাড়েতে একটি বাড়ি ঘরগুলো তার শনে ছাওয়া
একটি কলাগাছের ঝাড়ে পরম স্নেহে দিচ্ছে দোলা দখনে হাওয়া।

একটি বধূ সেই বাড়িটির কলসি কাঁখে খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে একা
একটি সোনা রোদের কণা তার গালেতে দিচ্ছে এঁকে রূপের রেখা
একটি বকের ঝাঁকের ডানা ঝাপটানিতে ঘোমটাটি তার লুটিয়ে পড়ে
একটি দোলায় সান্ধ্য পবন নরম হাতে ঘোমটাটি তার উচিয়ে ধরে।

একটি বাঁশির সুরের তানে সেই বধূটি আঁড় চোখে চায় অপর পাড়ে
একটি রাখাল ছেলের বাঁশির সুর ছুটে যায় স্বচ্ছ হাসি পরান কাড়ে
একটি সাদা বাছুর শুধু খুঁড়ের তালে সবুজ মাঠে ছন্দ বুনে
একটি আকাশ নীল গলিচার স্বপ্ন এঁকে হাজার কথা যাচ্ছে গুনে।

একটি খালের দুই পাশেতে সবুজ রঙে শিল্পী আঁকে
একটি দেশের একটি ছবি ছড়িয়ে পড়ে লক্ষ বাঁকে।

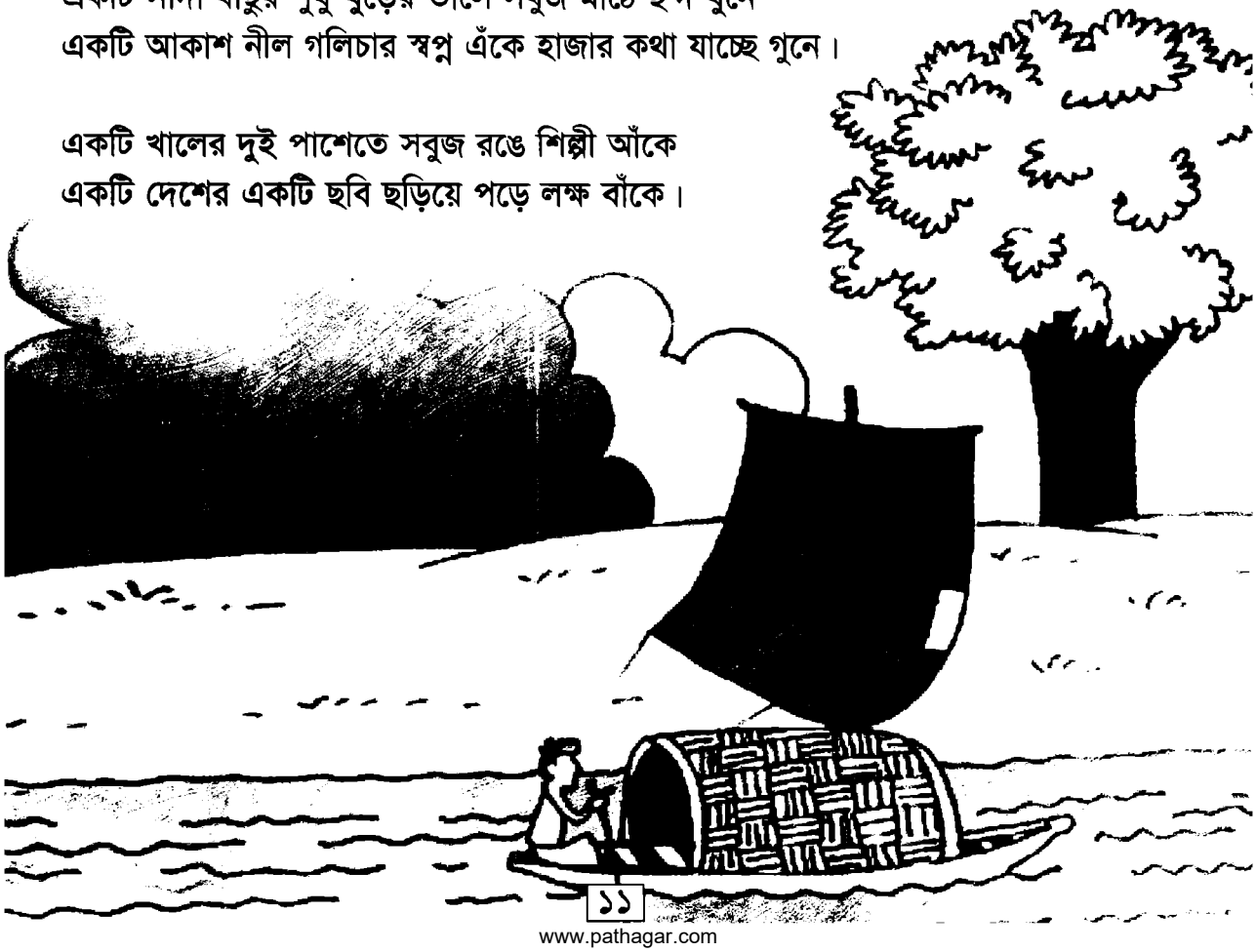

www.pathagar.com

জানালার পাশের খালটিকে

জানালার পাশে লাউয়ের ডগা দখিনা বাতাসে দোলে
তার পাশে এক কুলগাছে পাখি বাসা বেঁধে সুর তোলে
ঠুকে পাকা কুল ফেলে দেয় নিচে বহমান ছোট খালে
সেই খালে এক মাঝি নাও বায় ঢেউয়েরই তালে তালে
ছৈয়ের ভিতরে নয়া এক বধূ হাঁটুতে রেখেছে মাথা
ননদিনী তার বসে আছে পাশে বুজায়ে রেখেছে ছাতা
গলুইয়ে বসে মাঝিরই ছেলে পানিতে কুড়ায় কুল
তার পানে বধূ হাতখানি পাতে রাঙা হাত তুলতুল
ঘোমটাটা টেনে মাথাটা নোয়ায় গালে দেয় দু'টো ভরি
ননদিনী তার খোঁচা মেরে কয় -'লোভ দেখে লাজে মরি'
বিকেলে সুরুজ রঙ ঢালে খালে ঢেউ টেনে নেয় কূলে
গাঁয়ের বধূরা কলসিতে পানি ভরে নেয় কাখে তুলে
ছোট ছেলেমেয়ে রুবিরুবি খেলে হইচই করে মেলা
বাছুরের দল রাখাল ঝাপায় কেটে যায় কত বেলা
ভাঙা পুল পার হয় কিশোরীরা বুক করে ধরফর
পুলসেরাতের ভয় জাগে মনে পুল করে কড়কড়
খালের দু'পাশে সরু পথ ধরে হাটুরেরা যায় চলে
কত কথা বলে সুখ দুখ সবই একাকার পলে পলে
জানালাটা আর ছোট খালটাও মেঘনায় গেছে মিশে
শৈশব মনের কৈশোরবেলার স্মৃতিগুলো আজ মিছে।

www.pathagar.com

নলখাগড়ার বন

নলখাগড়ার বন বেষ্টিত জেগেছে ছোট্ট চর
বাস্তুহারার দল সেখানেই বেঁধেছে বসত ঘর
ছোট ছোট ঘর ছোট ছোট গ্রাম একপাশে বহে খাল
ছোট নাও ঘাটে বাঁধা তার পাশে জেলে ফেলে ঝাঁকিজা
বধূরাও পাশে এঁটো থালা মাজে চেয়ে দেখে যায় কারা
শাড়ির আঁচলে মুখটি লুকায় আঁড় চোখে চায় তারা
নলখাগড়ার বনে বালিহাঁস শালিক টিয়ের বাসা
গরু মহিষেরা চড়ে মাঠে মাঠে তাজা ঘাসে মিটে আশা
মাচা পাতা ঘর নড়বড় করে বরষায় ডুবুডুবু
বড় বড় ঢেউ করে মাতামাতি বুক কাঁপে দুরুদুরু
দুই পাশে বন মাঝখানে নদী তট তার পলি ভরা
মনে হয় যেন কতকাল চেনা সাত পুরুষের গড়া
বালিফোটা চরে তরমুজ ফুটি দেখা যায় থরে থরে
তার পাশে দেখি করলার দ্বীপ সবুজে নয়ন ভরে
খারি ভরে আসে রূপালি ইলিশ আড়তেও চড়া হাক
বেপারিরা কত ঝুড়ি ভরে আনে লাউ শিম নানা শাক
কুল বেল কাউ আম জাম লিচু মওসুমে আসে কত
বাজারের ঝাঁকা নিয়ে আসে সবে ছোট হাটে অবিরত
কদমা মুড়ুলি মুড়ি মোয়া গুড় রাস্তায় বসে চটি
কামার শালায় ঠং ঠং বাজে দা কুড়াল কাচি বটি
মজমাও বসে এখানে সেখানে সাপের খেলাও চলে
গস্তি নাওয়ে মাঝি হাঁকদেয় হাটুরের ঢলে ঢলে
ভেঙ্গেছে মেঘনা বহুকাল আগে আমাদের জনপদ
গিলে খায় ঘর ফসল আর জমি ভেঙ্গে দেয় মনোরথ
তার বিনিময়ে দিয়াছে ফিরায়ে নলখাগড়ার বন
সেখানে আবার বসত গড়েছে সব ভুলে কত জন।

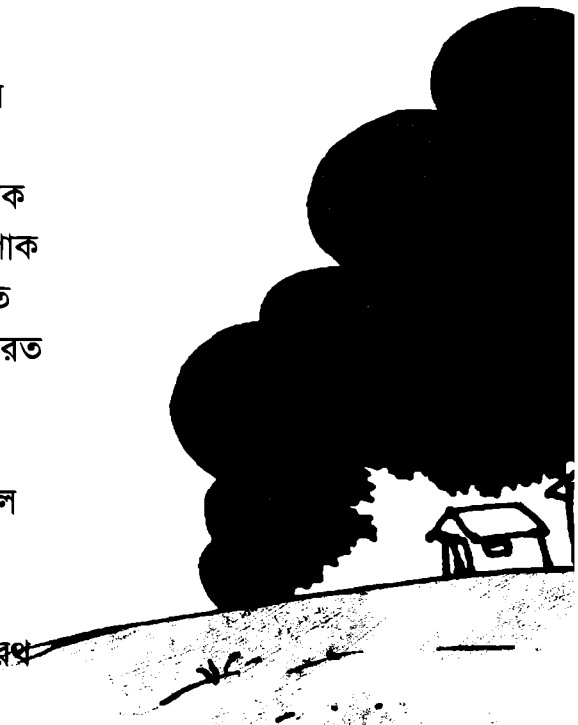

www.pathagar.com

বোশেখ আসে

বোশেখ আসে বাংলাদেশে কালবোশেখির ছাতা মাথায়
বোশেখ আসে বাংলাদেশে ছড়ার বইয়ের পাতায় পাতায়
আম কাঁঠালের গন্ধ মেখে
নীল আকাশের রূপটি দেখে
দামাল ছেলের দলগুলো সব খুশির বানে পাড়া মাতায়।

বোশেখ আসে বাংলাদেশে হাজার পাখির শব্দ সুরে
বোশেখ আসে বাংলাদেশে মায়ের আদর কোলটি জুড়ে
মাদুর পেতে গাছের তলায়
কিচ্ছা গানে মনটি ভোলায়
বকসাদা চুল দাদুর মাথায় শান্তি কপোত উড়ে উড়ে।

বোশেখ আসে বাংলাদেশে বটের তলায় বোশেখ মেলা
খই মুড়ি আর মন্ডা মিঠাই খেয়ে সবার কাটে বেলা
নদীর পাড়ে দল বেঁধে যাই
নতুন জোয়ার দেখতে যে পাই
ঢেউয়ের সাথে দুলকি তালে ডিঙিগুলো করছে খেলা।

বোশেখ আসে বাংলাদেশে কিশোর মনের মন মাতিয়ে
বোশেখ আসে বাংলাদেশে ছয়টি ঋতুর সই পাতিয়ে।

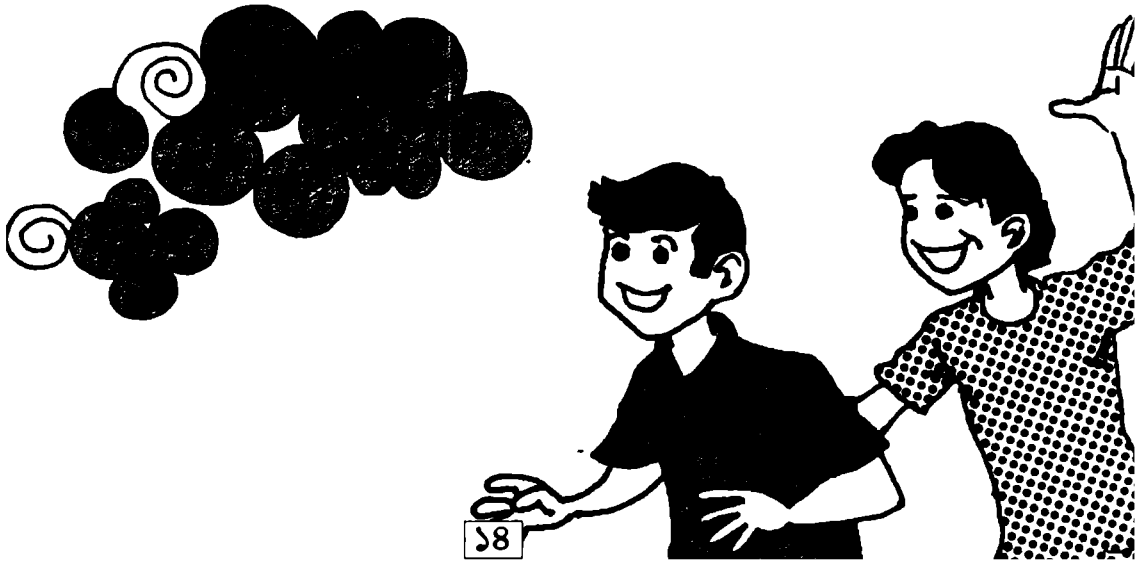

www.pathagar.com

বৃষ্টির গান

বৃষ্টিরে তুই কোন সুদূরের মেয়ে
মেঘের ঘোমটা ফেলে এলি নেমে
কদম কেয়ার বনে থেমে থেমে
আকাশ থেকে নামলিরে তুই কোন দড়িটা বেয়ে।

বৃষ্টিরে তুই ভরদুপুরে আমার কোলে আয়
ভরিয়ে দে পুকুর ডোবা খাল নদী আর বিল
হল্লা করে চল ছুটে যাই মেরে ঘরে খিল
বৃষ্টিরে তুই দে ছোঁয়া দে আমার আদুল পায়।

তোর ছোঁয়াতে ধানের চারা মাঠ জুড়ে সব ভাসে
পদ্যরা সব আমার খাতায় কলকলিয়ে হাসে
জেলের জালে হরহামেশা তুই যে ধরা পড়িস
খলসে পুঁটির জন্য যে তুই জীবন দিয়ে লড়িস।

বৃষ্টিরে তোর ঝুমুর ঝুমুর খুকুর নূপুর পায়
তোর রিমঝিমাঝিম রিনঝিনাঝিন বাজনা কে বাজায়
বৃষ্টিরে আয় ঝমঝমাঝম মাতাল সুরে নেমে
টিনের চালায় গাছের ডালায় একটু থেমে থেমে।

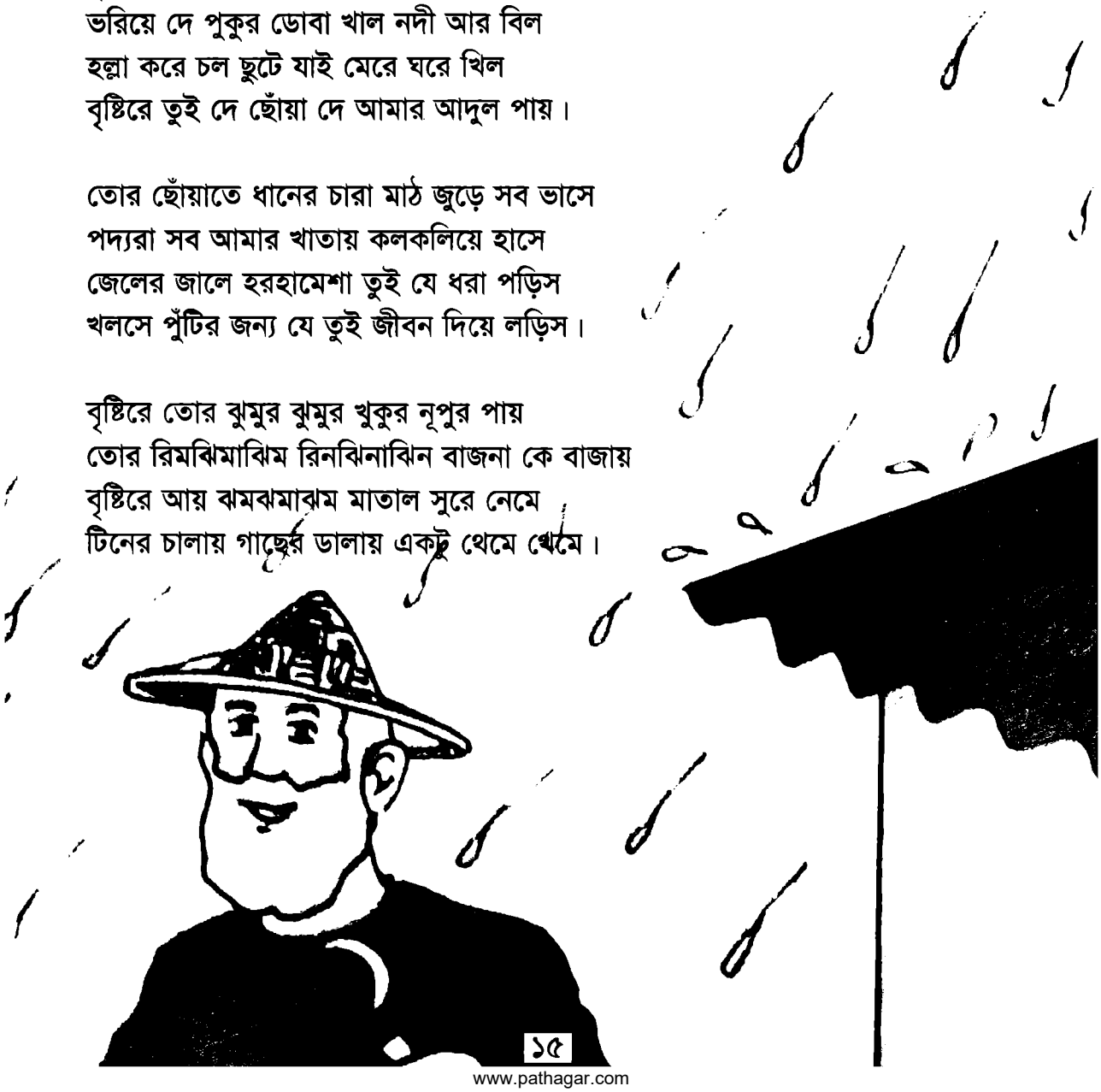

www.pathagar.com

কাশ ফোটানো শরৎ

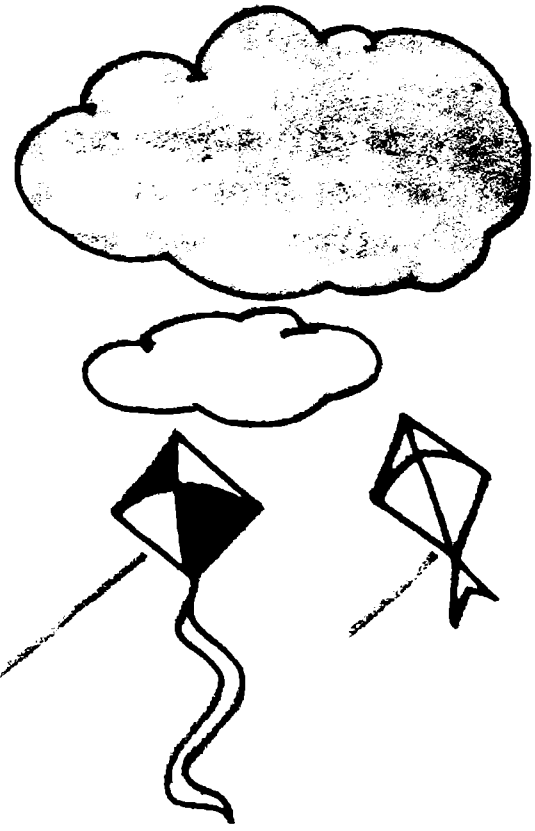

কাশ ফোটানো শরৎ দেখে আকাশ ফোটায় তারা
কাশের বনে বসে কবি হয় যে আত্মহারা
ফুল পাখি রয় চারপাশে তার গন্ধ গানে মেতে
হয় কবিতা ছন্দ বুনে শব্দ গেঁথে গেঁথে।

দিঘির জলে পদ্মকুঁড়ি আসন পেতে বসে
রঙবাহারি পাপড়ি ফুলের পড়ছে খসে খসে
মাঞ্জা কাটা চিকন সুতায় কাটছে এ ওর ঘুড়ি
শেষ হয়ে যায় ওড়ার নেশা মুক্ত আকাশ জুড়ি।

সাদা মেঘের পালকি চলে নীল আকাশের হাটে
নিথর নদীর বুক চিরে যায় পানসি ঘাটে ঘাটে
ধনচে খেতে বাবুই পাখির সন্ধ্যাবেলার গান
দখিন হাওয়া দেয় জুড়িয়ে ক্লান্ত চাষির প্রাণ।

শরৎ এল শরৎ এল কাশ ফোটানো দেশে
কোমল পরশ দেয় মাখিয়ে আমায় ভালবেসে।

www.pathagar.com

হেমন্ত যে সই পাতানো ঋতু

হিমেল চাদর গায়ে দিয়ে হেমন্ত কাল আসে
শস্যভরা সোনার মাঠে শিশির কণা ভাসে
মেঘেরা সব ভেলায় চড়ে দিচ্ছে আকাশ পাড়ি
বুনোহাঁসের ডিমগুলোকে গুঁইসাপে নেয় কাড়ি।

সাতটি রঙের বাদাম তুলে নবীন মাঝি যায়
হিজল তলায় মোহন সুরে রাখাল ছেলে গায়
শিঙ মাগুর আর পাবদা পুঁটি মাতিয়ে তোলে খাল
ছাগলছানা বাছুর ভেড়া মাড়িয়ে চলে আল।

মটর কলাই সরষে তিসি উঠছে সবাই হেসে
হাটুরেদের দলটা ফিরে বেচাকেনা শেষে
পাল তোলা নাও থির নদীতে ঢেউয়ের রেখা আঁকে
পানসি থেকে কোসার মাঝি একটু তফাৎ থাকে।

জোসনা মাখা আকাশটাতে তারার ঝিকিমিকি
খুপড়ি ঘরে বুড়ির কুপি জ্বলছে ধিকিধিকি
হেমন্ত যে শীত গরমের সই পাতানো ঋতু
যেমনি মিলের পাল তুলে দেয় নিতু এবং মিতু।

www.pathagar.com

মুঠি মুঠি শীতের রূপ

শীতের ভেলায় ভাসছে দেখ অঘ্রাণেরই ধান
গাছগাছালি শিরশিরিয়ে করছে অভিমান
সাদাপাড়ের শাড়ি পরে দেশটা আমার সাজে
লাল টুকটুক ঘোমটা টেনে মুখটা লুকায় লাজে।

দুর্বাঘাসে শিশির কণা মুক্তা ছড়ায় কত
কুমড়ো ফুলে প্রজাপতি নাচছে অবিরত
কলমি ফুলে নাইওর নিতে মটরশুটি যায়
পানকহড়ি মাছরাঙাটা নাচছে আদুল পায়।

ক্ষুরনাচুনি সাদা বাছুর ছাগলছানা নাচে
হলুদ গাঁদা শাড়ি পরে চলছে খুকি পাছে
খেজুররসের মিষ্টি পায়েস কলারপাতায় বেড়ে
জনাপাঁচেক জটলাপাকায় হাতের ধুলো ঝেড়ে।

ধান কাউনের গন্ধে ভাসে এবাড়ি ওবাড়ি
শীতের দিনে মুঠিমুঠি রূপের কাড়াকাড়ি।

www.pathagar.com

ইষ্টি আমার রোদের কণা

খোশ মেজাজে ওষ খেয়েছে ঘাস
রোদ খেয়েছে দুর্বাঘাসে
গাছগাছালি সবাই হাসে
শীতের গলায় কে পরাল ফাঁস।

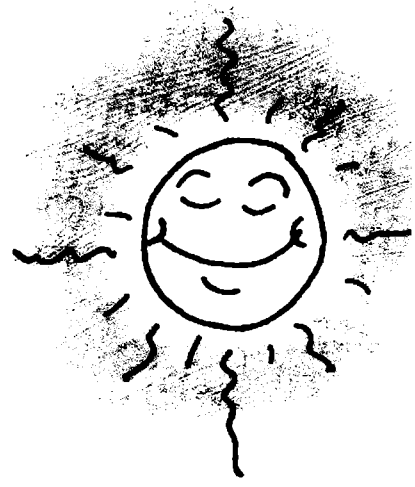

ইষ্টি আমার রোদের কণা
তেজস্বীতায় সাপের ফণা
ছোবল মারে শীতে
এই পৃথিবীর সৃষ্টিকুলের হীতে।

আইলাতে নেই আগুন তাতে কি
গরম ভাতের পাতে মা দেয় ঘি
এক দমেতে খালেতে তিন ডুব
পানি পড়ে গা বেয়ে টুপটুপ।

খোশ মেজাজে দিনটা কাটে ভালো
শীতরা রাতে ভয়ালও জমকালো
লেপমুড়িতে পাশঘুরিতে শীত
গাইছে এবার হিমালয়ের গীত।

রাতের শীতের ভয়ালগীতি
সকাল বেলায় শেষ
সূর্যটা দেয় মিষ্টি হেসে
কুসুম পরিবেশ।

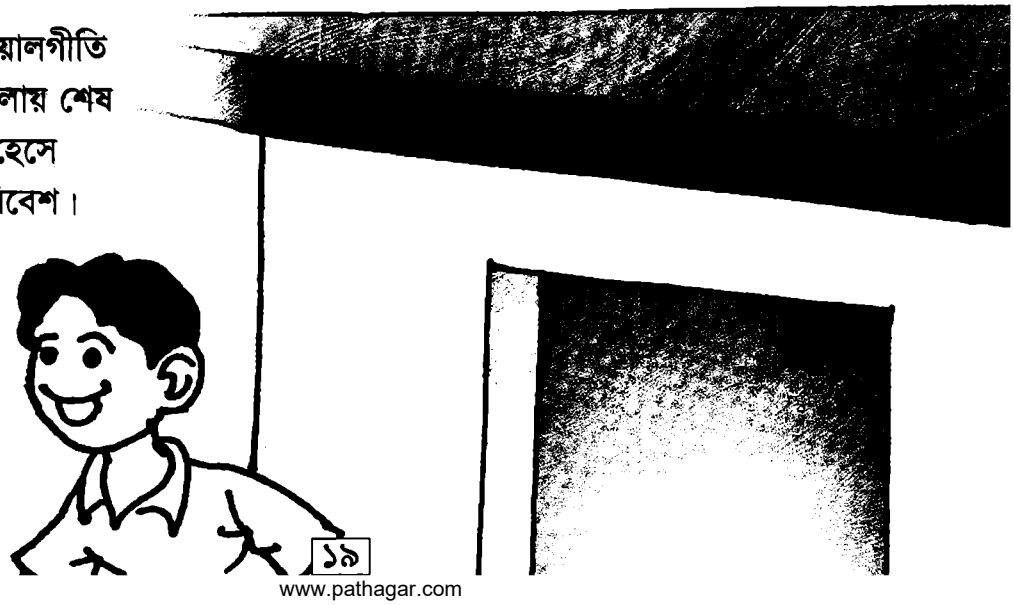

www.pathagar.com

চৈত্রের ধুলি ঝড়

চৈত্র মাসে ধুলির ঝড়ে জীবন মলিন
রোদের দাহে জীবনখানি হচ্ছে বিলীন
ক'দিন পরে বসবে যেথায় বোশেখ মেলা
ধুলোর পাহাড় আজকে সেথায় করছে খেলা।

থেমে থেমে দমকা হাওয়া হয় আগুয়ান
ধুলোর শেলে দুচোখ ঢেকে চলছে জোয়ান
গায়ের বসন নেয় কেড়ে নেয় হাঁড়িকুড়ি
সবুজ পাতা সাদা করে ধুলোর বুড়ি।

ক্ষেত ফসলে মড়ক লাগে গ্রামটা জুড়ে
সূর্যটা কি আগুন লেগে আজকে পুড়ে
গাছগুলো সব অবাক হয়ে ওপড়ে তাকায়
এ ওর পানে চেয়ে শুধু মাথা ঝাকায়।

চৈত্র মাসে ধুলির ঝড়ে জীবন মলিন
রোদের দাহে জীবনখানি হচ্ছে বিলিন।

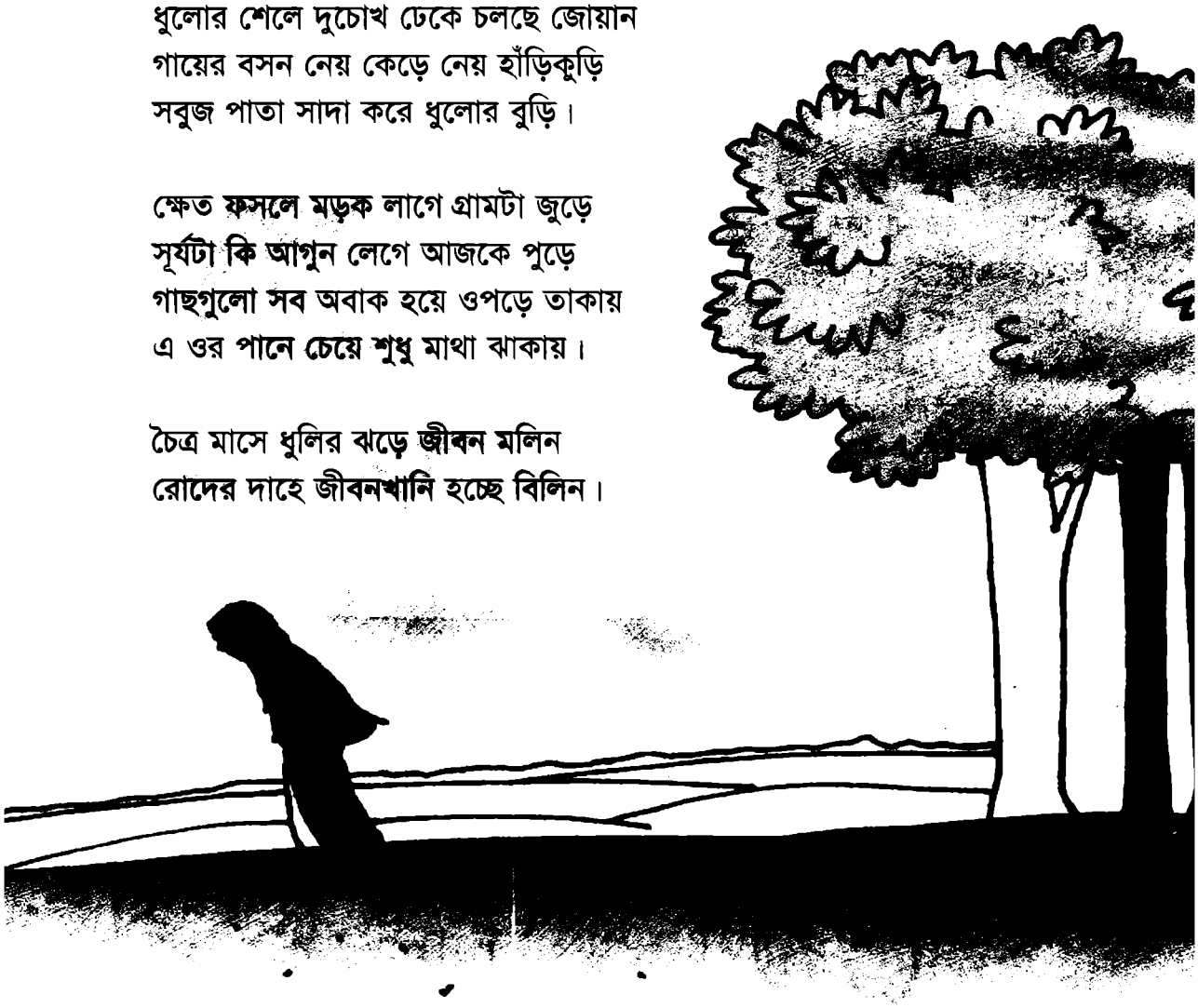

www.pathagar.com

মাতৃভাষার জন্যে

কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়া বর্ণমালা পাইনা খুঁজে
বাউল বেশে কেঁদেই মরি দিবানিশি
বটের তলায় মলিন কেন আছে ঋষি
বনমোরগের ডাক পেয়ে যে চক্ষু দু'টোই আসে বুঁজে।

আমতলাতে হয়না কেন দামাল ছেলের নামতা পড়া
ভীনভাষাতে আজকে সরব পাঠ্যশালা
কোথায় পাব ভাটিয়ালির পান্থশালা
মড়ক লেগে বাংলা ভাষার আজকে চলে চৈত্রখরা।

আম কাঁঠালের বন্ধ পেয়ে শিশুর মুখে মলিন হাসি
রসের হাঁড়ি ভরায় কেবল অশ্রুকণা
অট্টালিকায় কোথায় পাব শিশিরকণা
চরজাগা আজ নদীর বুকে পাইনা খুঁজে ঢেউয়ের রাশি।

বিশ্ব মাতৃভাষার দিনে হৃদয় মনে জাগল আশা
আবার আসুক সবার মনে নতুন জোয়ার
মৌসুম আসুক নতুন দিনের শব্দ রোয়ার
বিশ্ব মাঝে পাই যে খুঁজে আমার মায়ের মুখের ভাষা।

www.pathagar.com

ফাগুন আমার রক্ত জবার চাষ

ফাগুন সেতো রক্তঝরা দিন
কাল পথে রক্তরাঙা চিন
ফাগুন সেতো শহীদের হাতছানি
একুশতো নয়, আগুন ঝরা ফাগুনকেও মানি।

ফাগুন সেতো বাউলের একতারা
গাছের ছায়ে গান শুনে সব দাঁড়া
ফাগুন সেতো নিথর জলের ঢেউ
পান চিবিয়ে কাল রাস্তা লাল করে দেয় কেউ?

ফাগুন সেতো কৃষ্ণচূড়ার লাল
মিছিল দেখে নেঙটো শিশুর ফাল
প্লাকার্ড ধরা মুষ্ঠিবদ্ধ হাত
'শোষক গোষ্ঠী' বলছে- 'নিপাত যাক'।

ফাগুন আমার বাংলা মায়ের কোল
সবুজ ঘেরা লাল পতাকার টোল
লাল বৃত্তের ভিতর কেবল ভাসে
আমার ভাইয়ের রক্ত যেথায় হাসে।

ফাগুন আমার রক্তজবার চাষ
ফাগুন নিয়েই আমার বসবাস।

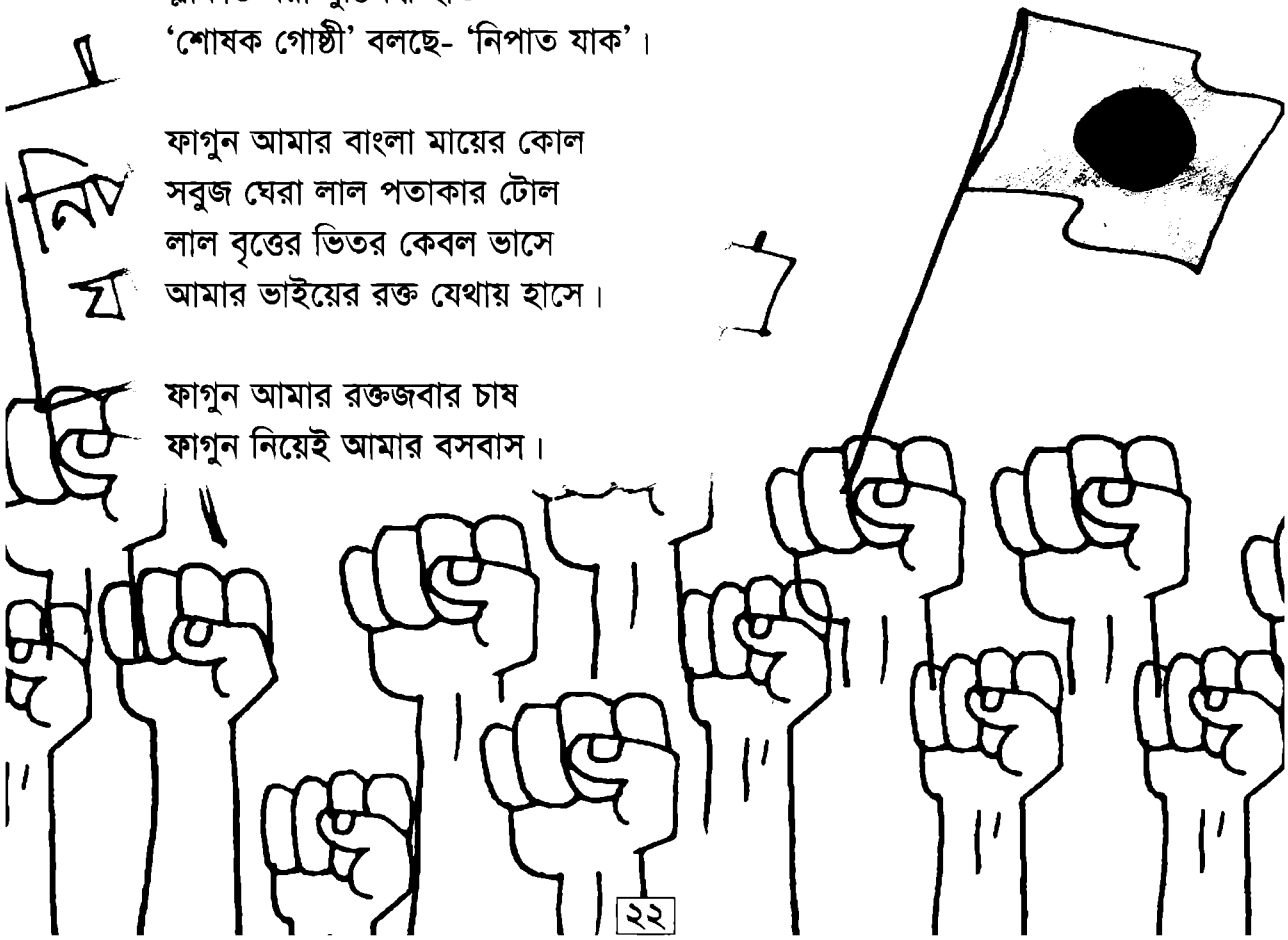

www.pathagar.com

অনেক নীলের অনেক আকাশ

অনেক নীলের অনেক আকাশ হৃদয় মাঝে আঁকো
স্বপ্ন নীলের উদার আকাশ হাত তুলে আজ ডাকো
সেখানটাতে
জ্ঞানের তারার ঝিকিমিকি
সত্য জয়ের
আল্পনারও চিকিমিকি
মনের দুয়ার খুলে তুমি জ্ঞানের ঘরে থাকো
অনেক নীলের অনেক আকাশ হৃদয় মাঝে আঁকো।

ভালবাসো সব মানুষে আদর সোহাগ সাথে
প্রীতির রীতি বিলিয়ে দাও সম্প্রীতি হাত হাতে
সম্প্রীতিতে –
গড়বে সুখের সমাজ
স্নেহের রীতি
এই সমজে কম আজ
একটু সুখের উষ্ণ পরশ শিশুর প্রতি রাখো
অনেক নীলের অনেক আকাশ হৃদয় মাঝে আঁকো।

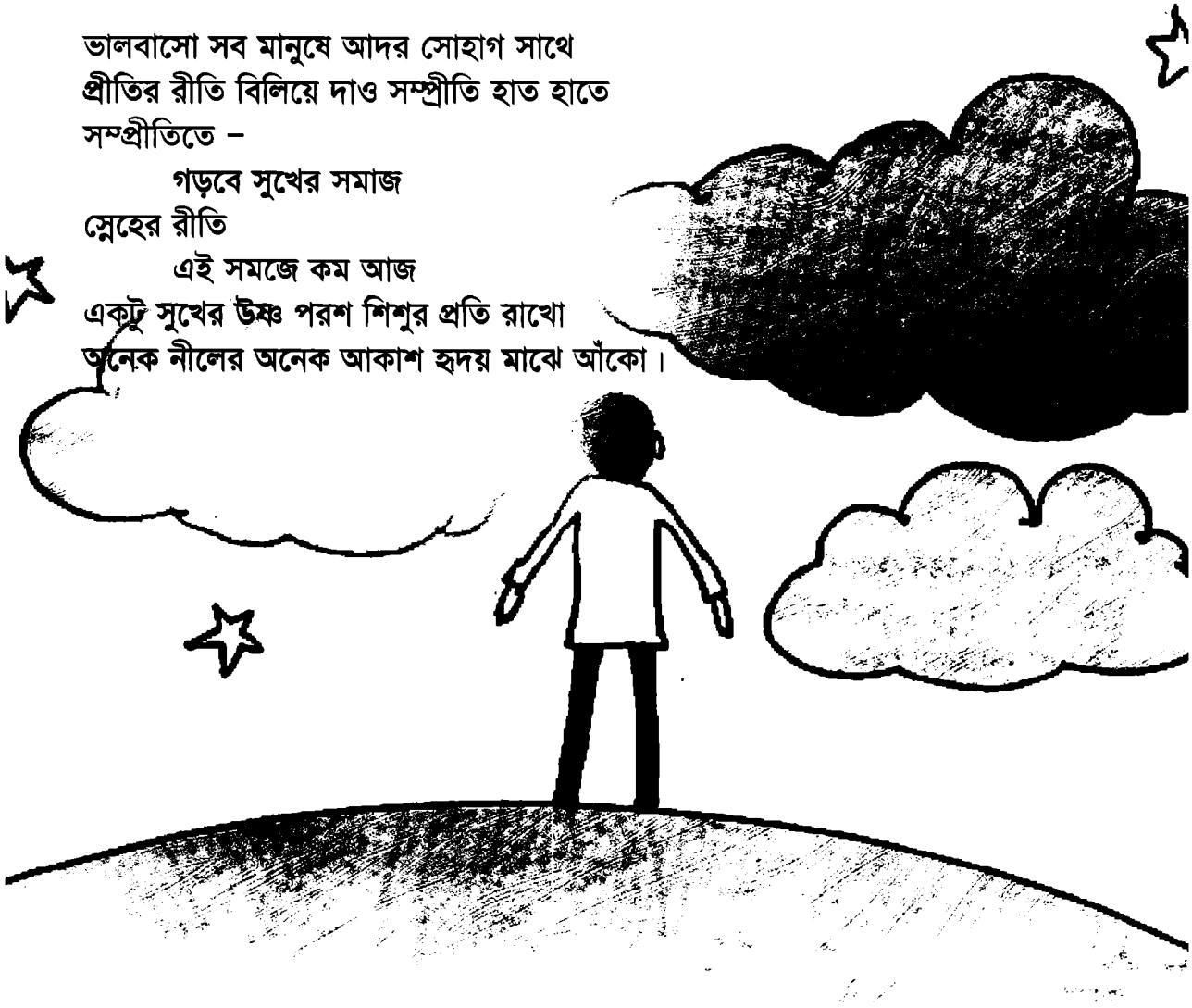

www.pathagar.com

রঙের মেলার দিন

শেষ হল যে রঙের মেলার দিন
বুক করে চিনচিন
পাপড়ি ফুলের বাসি হল
গত দিনের প্রাণোচ্ছলও
শত দিনের প্রচেষ্টাতে বাজল খুশির বীণ
শেষ হল যে রঙের মেলার দিন।

অনেক হাসির ফল্গুধারা
অনেক খুশি বাঁধনহারা
অনেক দিনের খুশির জোয়ার শেষ হল যে কাল
সৃষ্টি সুখের আল্পনাতে ছেঁড়া সুখের পাল।

ছেঁড়া পালে নবীন বাতাস মাস্তুলে দেয় ঘাত
ঢেউ লাফিয়ে নৌকা চলে খুশির ধারাপাত
নামতা পড়া দিনের কথা
নতুন বইয়ের ছবির কথা
যায় কী ভোলা জোসনা মাখা ঝিঁঝি ডাকা রাত
ছেঁড়াপালে নবীন বাতাস মাস্তুলে দেয় ঘাত।

শেষ হল যে রঙের মেলার দিন
খুকুর পায়ে নূপুর বাজে রিনঝিনাঝিন ঝিন
সব শিশুদের হৃদয় খোলা
হয়তো ওরা আপনভোলা
সবশিশু কি বড় হয়ে শুধবে বড়র ঋণ ?
শেষ হল যে রঙের মেলার দিন।

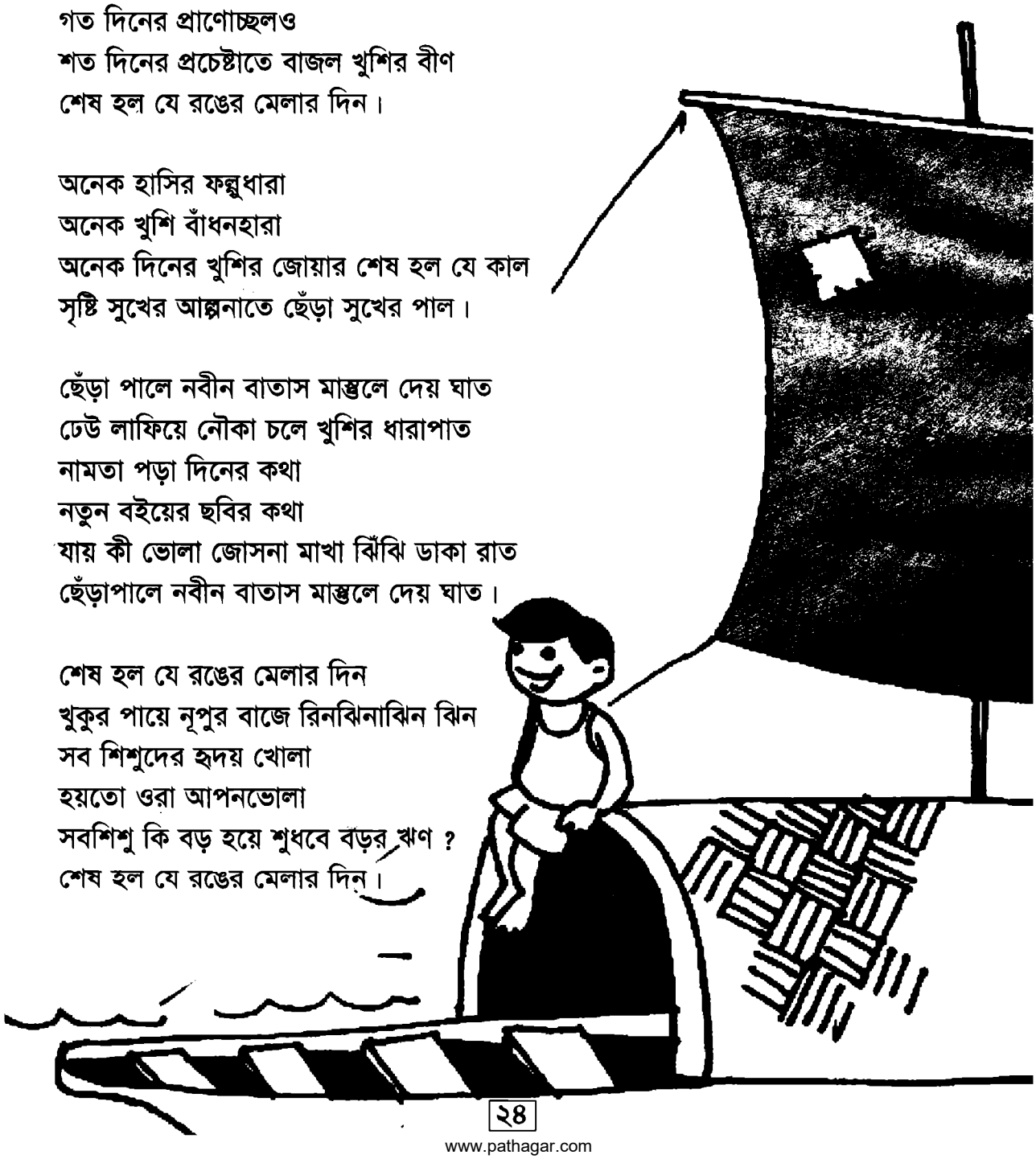

www.pathagar.com

গাছের পাতার সবুজ ঠোঁটে

গাছের পাতার সবুজ ঠোঁটে
ফুলকলিরা নিত্য ফোটে
ফুলগুলো যায় ঝরে
মাস পেরিয়ে বছর পেরোয়
গাছগুলো যায় মরে।

ছলাৎ ছলাৎ মত্ত ঢেউয়ের ফণা
পাড় গিলে খায় বসত বাড়ির কণা
ক্ষেতের ফসল গিলে
চিকচিকাচিক বালির রাশি
পদ্মা নদীর দিলে ।

ঠনামাঠে সূর্য কপট হাসে
নাড়ার আগুন লকলকে হয় ফাঁসে
হাঁড়ির ভেতর পানি
কান্নাগুলো বলি দিয়ে
দুঃখ টানাটানি।

www.pathagar.com

কী অপরূপ সৃষ্টি তোমার

পেজাতুলার মতো ভাসে মেঘের ভেলা
গাছের ডালে পাখির গানের গুনগুনানি
শাপলাকুঁড়ি নোলক যেন নিথর ঝিলের
চাইয়ের ভিতর চিংড়ি মাছের দাপাদাপি।

ছোট্ট ডিঙায় যাত্রী ছোটে এপাড় ওপাড়
শান্ত ঝিলে ঢেউয়ের বুনন মাঝির ছেলের
লাল বাদামের মাস্তুলে কে পরায় দড়ি,
তিরতিরিয়ে আসছে ছুটে নৌকা জেলের।

দূরের গাঁয়ে সূর্যটা কি পড়ছে হেলে
সবুজ গাঁয়ে মেহদি পরায় আবীর আকাশ
মাছরাঙাটার শ্যানচাহনি ঝিলের জলে
ছোঁ মেরে নেয় পাবদা পুঁটি সরুঠোঁটে।

কী অপরূপ রূপ যে তোমার সৃষ্টি মাঝে
ঝিলের পাশে ব্যাকুল হয়ে দেখছে কবি।

www.pathagar.com

ঈদের চিঠি

আকাশ পানে তারার মেলা হাসছে মিটিমিটি
চাঁদ উঠেছে চাঁদ উঠেছে ঈদের রঙিন চিঠি
চিঠির ভিতর কে লিখেছে খির সেমাইয়ের নাম
সাদা জামায় নকশি বোনার করছে কে আনজাম?

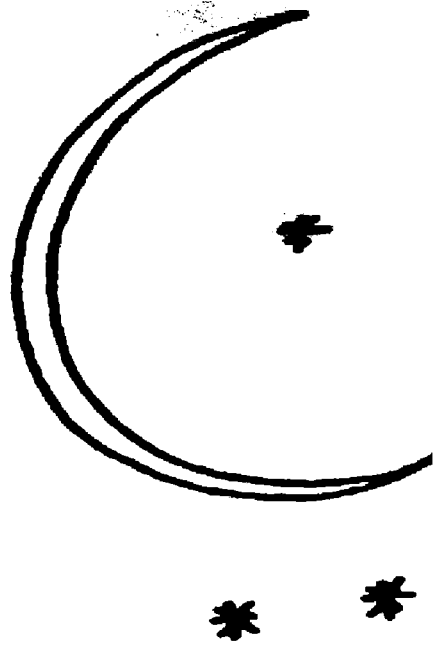

চাঁদ উঠেছে চাঁদ উঠেছে বগাকাচির মত
দিঘির পাড়ে শত মানুষ আসছে অবিরত
কলকলিয়ে হাসছে দিঘির খলসে পুঁটির ঝাঁক
বাঁশ বাগানের চিড়ল পাতায় বাড়ছে ঝিঁঝির ডাক।

মেহদি বাটে ননদ ভাবী দেবর চলে হাটে
মুচকি হেসে ভাবীর দু'চোখ যায় ফিরে লঞ্চঘাটে
মহেষখালির পান খেয়ে হয় দাদি আত্মহারা
পানজাবি আর টুপি পেয়ে দাদা মাতায় পাড়া।

চুলের ফিতা রেশমি চুড়ি ছোঁ-মেরে নেয় খুকু
লাল জামাটা আগলে রাখে ছোট্টসোনা টুকু
খির পায়েসের গন্ধ আনে বাউল বাতাস টেনে
ঈদের নামাজ কখন হবে মামা আসেন জেনে ।

সালাম ঠুকে পকেট উজাড় দুলা ভাইয়ে পাগল
কাঁঠালপাতার স্বাদ পেয়েও জিব্বা চাটে ছাগল
চাঁদ উঠেছে চাঁদ উঠেছে কালকে হবে ঈদ
আজকে রাতে মাতবো গানে ভাঙবো সুখের নিদ।

www.pathagar.com

ঈদ খুশির উত্তাপ

সন্ধ্যেবেলা বাবুই পাখির গান
শুনলে পরে মন করে আনচান
সূর্যরঙে পান খেয়ে হয় রাঙা দাদুর গাল
দখিনধারের মাঠের গাছে পাকছে সিঁদুর তাল
তালের আলের দুর্বাঘাসে
বিকেল বেলার সূর্য হাসে
সন্ধ্যাকাশে নীলের সাথে লাল তুলিটার ছাপ
রোজা শেষে শুভ্র মনে ঈদ খুশির উত্তাপ।

কোসায় যেয়ে
বৈঠা বেয়ে
থির নদীতে
কিশোর ছেলের ঝাঁপ
ঈদের দোলা
বুতাম খোলা
হৃদয়টাতে
থাকছে না আর পাপ।

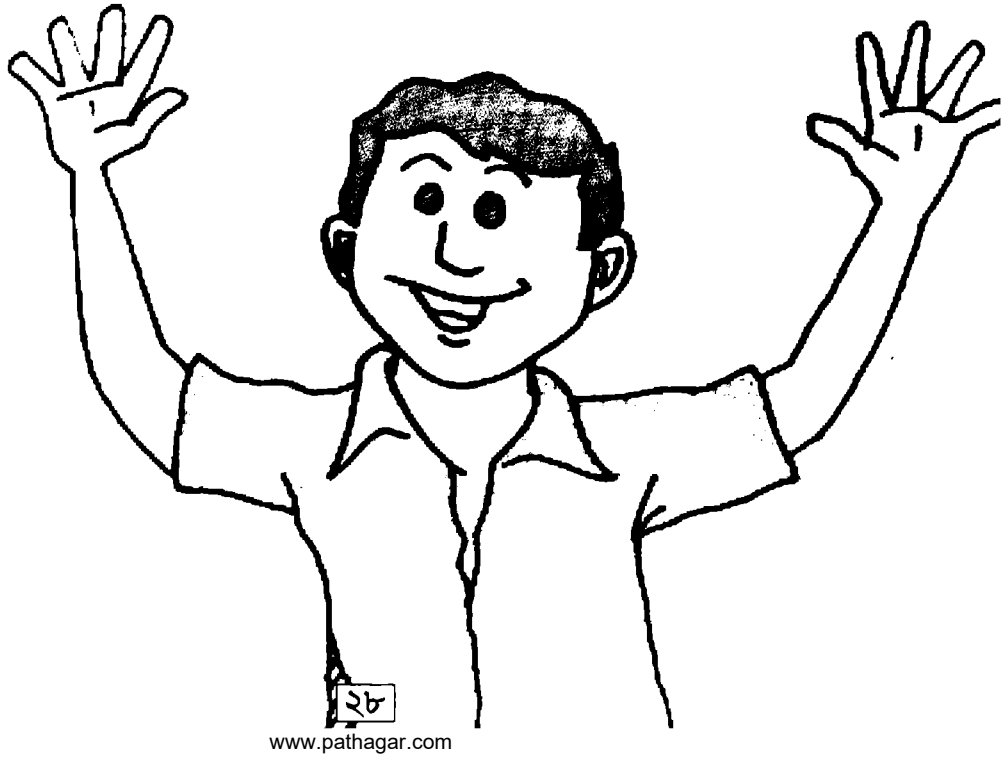

www.pathagar.com

শব্দের ফেরিঅলা

শব্দের নোনা চরে
আমি ফেরিঅলা
নিশি দিন জাগরণে
একা পথ চলা।

আকাশের নীল ঢেউ
শব্দের সাঁতার
তারকার মেলা দেখি
হাজার কাতার।

সবুজ বনের মাঝে
নীল প্রজাপতি
রূপের নগর গড়ে
মোহময় অতি।

মরুময় বালু চরে
উটের ঐ ঢেউ
সূর্যের রঙ তাতে
ঢেলে দিল কেউ।

কচি লাউ দুলে ওঠে
মৃদু সমীরণে
টুনটুনি টুনটুন
গায় এক সনে।

সারবাঁধা নাও তোলে
রঙিন বাদাম
ভাটিয়ালি সুরে লয়
রসুলের নাম।

ফেরিঅলা ছুটে চলি
ঝিঁঝি ডাকা বনে
লতাপাতা ফুল পাখি
গায় এক সনে।

শব্দের নোনা চরে
আমি ফেরিঅলা
প্রকৃতির মাঝে মোর
শুধু পথ চলা।

www.pathagar.com

রঙ্গন রঙে অঙ্গন

রঙ্গন রঙে অঙ্গন হল টুকটুকে লাল আজ
আবীর রঙে আকাশ পরে নীল সবুজের তাজ
বলের মত জাম্বুরা বেল ঝুলে আছে গাছে
বগুই গাছে হুট্টাটুনির ছোট্ট ছানা আছে।

হঠাৎ মেঘের গর্জনেতে ভয়ে ডাকে মাকে
মা পাখিটা খুঁজছে ছানা পাতার ফাঁকে ফাঁকে
তাল সুপারির চিড়ল পাতায় হিমেল হাওয়া বয়
ঝড় তুফানে মাথা পেতে দুঃখগুলো সয়।

গন্ধরাজের গন্ধে তবু অঙ্গন মাতোয়ারা
বন্ধুরা সব মিলে করি হাজার মাশোয়ারা
দুর্বাঘাসে ফড়িং মেলায় বসে আছে কবি
নিত্য খাতায় ফুটে ওঠে শতরূপার ছবি।

www.pathagar.com

নিঝুম রাতে

বিহান বেলা কড়কড়া ভাত সরপড়া তরকারি দিয়ে খেয়ে
তালের বাগান পার হয়ে রোজ শিউলি তলায় যেয়ে
ফুল কুড়াতাম সূর্য লালিম দেখে
ডালিম আতা একটু খেতাম চেখে।

বাঁশের শুকনো পাতার উপর ফড়ফড়ে গুঁইসাপ
সুতানালি সাপরা ওড়ে বাঁশের জিঙলার উপর
এসব দেখে দুপুরবেলা বাড়তো বুকের চাপ
কাঁচা তেতুল কলার থোড়ে উঠত ভরে টোপর।

বিকেলবেলা সবাই মিলে মা চাচিদের সাথে
তোলা হতো নোনতাশাঁকের পাতা
ঝিঁঝির ডাকে আইচা নিয়ে ছোটরা সব মাতে
সন্ধ্যাবেলা বাগ দিতো সব রাতা।

কুপির আলোয় আসতো ভেসে নামতা পড়ার সুর
হুতুমপেচাঁর ডাক শুনে যে বুক করে ধরফর
মায়ের বুকে মুখ লুকালে ভয়রা হত দুর
কপালে মা হাতটা রেখে দেখতো গায়ে আসল কী না জ্বর।

কার বুকেতে রাখব মাথা কোন সে জনে কপাল দেবে ছুঁয়ে
এসব শুধু ভাবছি আমি বিছানটাতে নিঝুম রাতে শুয়ে।

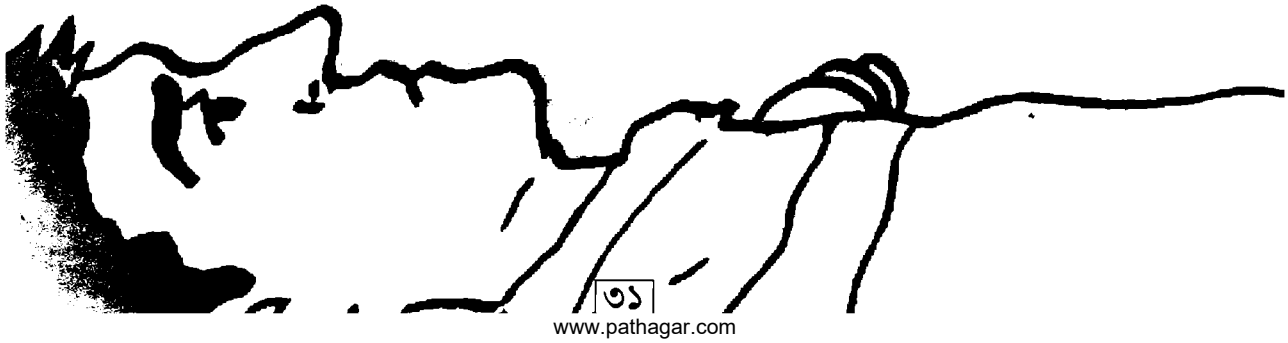

www.pathagar.com

হৃদয়

হৃদয় যদি পলির মতো হতো অনেক খাঁটি
কিংবা হতো নতুন চরে নৌকা বাঁধার ঘাট
বিস্তৃত এক সবুজভূমি নতুন ধানের মাঠ
কিংবা হতো ঝর্ণাধোয়া দূর পাহাড়ের মাটি।

হৃদয় যদি এমন হতো সকালবেলার রোদ
কিংবা হতো আবীররাঙা সন্ধ্যাকাশের মুখ
দু'চোখ ভরে দেখতো হৃদয় ভালবাসার সুখ
সুবাস ভরা হৃদয় যদি ফুলই হতো খোদ।

হৃদয় যদি এমন হতো দূর আকাশের তারা
কিংবা হতো গাঁয়ের পথে বাউল বাঁশির সুর
হতো যদি পুকুর ভরা মাছেতে ভরপুর
সবহারাদের আপন করে হতাম আত্মহারা।

হৃদয়টাতো হয়না কিছুই হৃদয় থাকে হৃদয়
হৃদয় বানাও কেমনে খোদা কেমন তুমি নির্দয়

www.pathagar.com

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
চট্টগ্রাম অফিস : নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, ফোন : ৬৩৭৫২০।
ঢাকা অফিস : ১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৫৬৯২০১।

www.pathagar.com